



মহামান্য সংঘরাজ ভণ্ডের আশীষবাণী



এই সংসার নামক ভবচক্র থেকে নিজেকে এবং সেই সাথে অন্যজনকে উদ্ধার করার নিমিত্তে আবাল্য ব্রহ্মচারী হয়ে বৌদ্ধকুল গৌরব হিসেবে বহুজন সুখ ও হিতের জন্য আপন জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়ে যিনি বুদ্ধের শাসন শোভন রক্ষায় ব্রতী হয়েছেন তিনি শ্রীমৎ ধর্মরত্ন থের। ৪২তম জন্মবার্ষিকী পালন ও সেই সাথে ভিক্ষু জীবনের কঠিন ব্রতকে ধারণ করে ‘থের’ থেকে ‘মহাথের’ অভিধায় পদার্পণের সুবর্ণ সময় সমাগত। এমন আনন্দময় মুহূর্তে শুভ আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানাতে পেরে আমি সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত। জীবনের নানান চড়াই উতরাই পেরিয়ে ৪৩ বছরে পদার্পণ, সত্যি এক অনন্য উজ্জ্বল আনন্দময় দিন।

বুদ্ধ বলেছেন :

“ধম্মারামো ধম্মরতো, ধম্মং অনুবিচিন্তয়ং, ধম্মং অনুস্সরং ভিক্ষু, সদ্ধম্মা ন পরিহাযতি।”

অর্থাৎ যিনি ধর্মে তন্ময়, যিনি সতত ধর্মচিন্তা করে তাতে আনন্দ লাভ করেন এবং যিনি ধর্ম অনুসরণ করেন, সেই ভিক্ষু সদ্ধর্ম হতে বিচ্যুত হন না।

ভগবান বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় নিজেকে আলোকিত করে ধর্মের পথে তাঁর অভিযাত্রাকে আমি অভিনন্দন জানাই। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মানবতা, শান্তি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সেবা ও প্রজ্ঞার আলোকে জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁর জীবনের ধর্মযাত্রা। সদ্ধর্মের সমৃদ্ধিতে ও জাতির কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর এই আনন্দ অভিষেকে সবাই আজ উৎসুক, সবার মাঝে উদ্বেলিত হচ্ছে আনন্দ শিহরণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর পেরিয়ে সবাই যেন আজ পূজা সম্মাননার ঢালা সাজিয়েছে মহাথের হিসেবে বরণ করে নেবার প্রত্যয়ে। বুদ্ধ বলেছেন :

“মেত্তাবিহারী যো ভিক্ষু, পসন্নো বুদ্ধসাসনে, অধিগচ্ছে পদং সত্ত্বং, সজ্জথারুপসমং সুখং।”

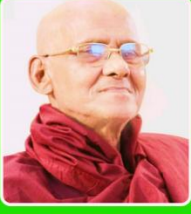
অর্থাৎ যে ভিক্ষু মৈত্রী সাধনায় নিবিষ্ট, যিনি প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধের উপদেশ (শাসন) অনুশীলন করেন, তিনি সংস্কার-উপশম ও সুখময় শান্তপদ লাভ করেন।

আজ এই শুভ সন্ধিক্ষণে শ্রীমৎ ধর্মরত্ন থের’র ‘মহাথের’ অভিধা প্রাপ্তির প্রাক্কালে জানাই স্নেহ আশীর্বাদ। তাঁর কর্মময় জীবন আরো সমৃদ্ধশালী হোক। ধ্যানে, জ্ঞান গরিমায় উদ্ভাসিত হোক জীবন। সদ্ধর্মের কল্যাণে, প্রচার-প্রসারে তাঁর কার্যক্রম আরো সুদৃঢ় হোক ও সমৃদ্ধময় হোক, এটাই আজকের দিনের প্রত্যাশা।

আশীর্বাদক

জ্ঞানপ্রী মহাথের

মহাসদ্ধর্ম জ্যোতিকাধ্বজ ভদন্ত জ্ঞানপ্রী মহাথের
বাংলাদেশী বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয়গুরু ও ১৩তম মহামান্য সংঘরাজ,
বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা



মহামান্য সংঘনাযক ভণ্ডের আশীষবাণী



মহামতি গৌতম বুদ্ধের শিষ্য হলো ভিক্ষু বা ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ভিক্ষু হচ্ছে চলমান তীর্থ। বিদ্যায়-প্রজ্ঞায় ধ্যানে-জ্ঞানে নিরন্তর সাধনায় নিমগ্ন ভিক্ষুরা জাগতিক নাম-যশ-মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। ‘মহাথের’ পালি শব্দ। এর বাংলা অর্থ প্রজ্ঞায় পণ্ডিত ও সংঘের সর্বনন্দিত বৌদ্ধ ভিক্ষু। মহাথের তিন প্রকার :

(১) জাতি মহাথের অর্থাৎ যারা বার্ষিক্য হেতু মহাথের পদবাচ্য।

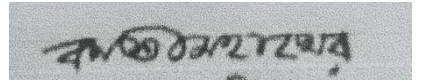
(২) ধর্ম মহাথের অর্থাৎ যারা ধর্ম জ্ঞানে উন্নত।

৩) সন্নতি মহাথের অর্থাৎ যারা উপসম্পদা লাভের বিশ বছর পর মহাথের অভিধা পেয়ে সন্মানিত হন।

বাংলাদেশের যে সুমহান বৌদ্ধ ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে ভিক্ষুসংঘের। তেমনি একজন সাংঘিক সদস্য, সুদীর্ঘকাল অরণ্যে-শ্মশানে সাধনাচারী ধুতঙ্গ সাধক ভদন্ত ধর্মরত্ন স্থবিরের মহাস্থবির বরণ ও ৪২তম জন্মবার্ষিকী—২০২৩ উপলক্ষ্যে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী।

ভদন্ত ধর্মরত্ন স্থবিরের মহাস্থবির বরণ ও ৪২তম জন্মবার্ষিকী—২০২৩ উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যারা এই মহতি উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছি। সেই দীপ্তমান বৌদ্ধ ভিক্ষু ধুতঙ্গ সাধক ভদন্ত ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের সাংঘিক জীবনের সাফল্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আশীর্বাদক



মহাসদ্ধর্ম জ্যোতিকাধ্বজ অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের
২৯তম সংঘনাযক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভা।
অধ্যক্ষ, চান্দগাঁও সর্বজনীন কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার।



আমার প্রিয়ভাজনের মহাস্থবির অভিধায় শুভাশীষ



স্নেহের ধর্মরত্ন এক দুই করে তার ভিক্ষু জীবনে আজ মহাস্থবিরত্বের যোগ্যতা অর্জন করলো। এই দুর্লভ সংবাদ দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু হিসেবে আমার কাছে কতো আনন্দের তা জানানোর ভাষা এখন হারিয়েছি। তারপরও প্রাণভরে আশীর্বাদ আর পুণ্যদান করছি স্নেহের ধর্মরত্নকে। অভিনন্দিত করছি তাঁর এই দুর্লভ অর্জনকে। পবিত্র ভিক্ষুজীবনে তাঁর এই প্রতিষ্ঠা বুদ্ধ শাসনকে পৃথিবী গ্রহটির বুকে টিকে থাকার অধিকার দান করুক! বুদ্ধের শান্তির বাণী, একতা ও করুণার বাণী বিস্তার লাভের অমিত শক্তি অর্জন করুক! তাঁর জীবন বুদ্ধজ্ঞানদীপ্ত নিরোগ দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হোক! এই কামনা করি।

পূজ্য বনভন্তের সান্নিধ্যে আমার অবস্থানকালে যে কয়জন বড়ুয়া সন্তান আমার কাছে শ্রামণ্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধ ভাষা পালি তে শিক্ষা নিয়ে বুদ্ধবাণী পঠন পাঠনে সক্ষম হন; তাঁদের মধ্যে স্নেহের ধর্মরত্ন অন্যতম। রাঙ্গুণীয়ার শিলক অঞ্চলের এক বিশিষ্ট শিক্ষকের সন্তান এই ধর্মরত্ন। বর্তমানে নিউইয়র্কবাসী প্রিয়ভাজন সুবীর প্রমুখ ৯ ভাইবোনের মধ্যে ধর্মরত্ন থেরো অষ্টম। শান্তদান্ত স্নিগ্ধ গম্ভীরগুণের অধিকারী এই বুদ্ধপুত্রকে নিয়ে জ্ঞাতীমিত্র সবাই গৌরব করলেও মহাপুণ্য। ধন্য জনক-জননী এমন সন্তানকে জন্মদান করে। তাঁরা এই এক সন্তানের জীবনাদর্শেও চিরকাল স্মরণীয় বরণীয় হতে সক্ষম। কারণ, শুধুমাত্র ভিক্ষু হলে তো হয় না। আদর্শ ত্যাগদীপ্ত ভিক্ষুর অনুকরণে সমৃদ্ধ ভিক্ষু হওয়াই আসল কথা। এমন জীবন দ্বারা বুদ্ধ শাসন যেমন দীর্ঘস্থায়িত্বের শক্তি পায়; তেমনি সেই ভিক্ষুর মাতা পিতা জ্ঞাতীমিত্র সবার মুখও উজ্জ্বল হয়।

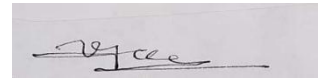
স্নেহভাজন ধর্মরত্ন আমার আধ্যাত্মিক গুরু পূজ্য বনভন্তের সেই ত্যাগদীপ্ত ধূতাস্ত্রী, ধ্যানী আদর্শে উজ্জীবিত একটি দুর্লভ ভিক্ষুজীবনের অধিকারী।

এহেন দুর্লভ ভিক্ষু আয়ুস্মান ধর্মরত্ন থেরোকে আজ যেই সংঘ মহাথেরোত্বে বরণ করে নিচ্ছেন আমি সেই সংঘকেও জানাই অভিনন্দন!

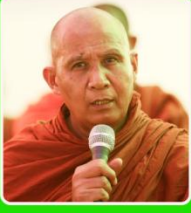
জয়তু বুদ্ধ! জয়তু ধম্ম! জয়তু সঙ্ঘ!

চিরং তিষ্ঠতু বুদ্ধ সাসনং!

আশীর্বাদক



মঙ্গলকামী ভন্তে ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা।



রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার ভন্তের আশীষবাণী



পরম পূজ্য্পদ বনভন্তের জ্ঞান, ত্যাগ ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমতল থেকে যারা পূজ্য ভন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন আয়ুস্মান ধর্মরত্ন তাদের অন্যতম। তিনি ধুতাস্রতকে প্রাধান্য দিয়ে অরণ্য-শ্মশানে ধ্যানসাধনা করে যাচ্ছেন এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করছেন। পূজ্য বনভন্তের আদর্শকে সমুন্নত রাখতে তিনি অত্যন্ত সচেষ্টি। ত্যাগময় পবিত্র ভিক্ষুজীবনে বিশ বছর পেরিয়ে মহাস্থবিরে উন্নীত হওয়ায় আয়ুস্মান ধর্মরত্নকে স্নেহাশীষ ও সাধুবাদ জানাই। শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় বিমণ্ডিত হয়ে শাসনে তাঁর প্রতিষ্ঠা লাভ হোক এবং বহুজনের কল্যাণ সাধন করুক এ কামনা করি।

পরিশেষে, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ জানাচ্ছি।
জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

আশীর্বাদক

ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির
বনভন্তের শিষ্যসংঘের প্রধান ও আবাসিক প্রধান
রাজবন বিহার, রাঙামাটি